তারিখ ... 14 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৩ ...

যুগান্তর

মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি মৌসুম এলে চলমান অত্যাচারী ভর্তি পীক্ষার সমালোচনা করে আমি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখি। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসব লিখি না। জনগণের এবং শিক্ষার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখে ব্যথিত হয়েই এমন প্রবন্ধ লিখি। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষা শুরু হলে চলমান ভর্তি পরীক্ষার সমালোচনা করে এবং সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ঘুমিয়ে পড়া বিবেকের সমালোচনা করে বহুল পঠিত দৈনিক যুগান্তরে ৩১ অক্টোবর 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ও শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা' শীর্ষক আমার লেখা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ভোগান্তি লাঘবের জন্য অনুষদভিত্তিক সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করি। প্রবন্ধটি প্রকাশের পর শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। অনেকেই আমাকে এ রকম প্রস্তাব দেয়ায় ফোন করে ধন্যবাদ জানান।

আনন্দের বিষয়, এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার মাত্র একদিন পর ২ নভেম্বর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অষ্টম ইউজিসি অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে সম্মানিত ভিসি, ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালুর নির্দেশনা দেন। সর্বজনগ্রহণীয় রাষ্ট্রপতির এ কল্যাণকামী পরামর্শটি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষ করে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা রাষ্ট্রপতির এ নির্দেশনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। রাষ্ট্রপতির সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা প্রবর্তনের পরামর্শ প্রদানের কথা শুনে একজন অভিভাবক আনন্দচিত্তে বলেন, 'এই না হলে রাষ্ট্রপতি! তিনি তো আমাদের অভিভাবক। তিনি যদি আমাদের দুঃখ-কষ্ট না বোঝেন, তাহলে আর কে তা বুঝবে?' রাষ্ট্রপতি যে মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করেছেন, তা তার বক্তব্যেও স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে গিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা যে অবর্ণনীয় সমস্যা, বিশেষ করে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার সমস্যায় পড়েছে, তা কল্পনাতীত।' এ সময় তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পাঠাতে অনেক অভিভাবকের সামর্থ্য না থাকার বিষয়টিও উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি উচ্চশিক্ষায় চলমান ভর্তি পরীক্ষার অবসান হওয়া একান্ত আবশ্যক বলে মনে করেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালুর পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রপতি লাখ লাখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের হৃদয় জয় করেছেন। আমরাও সাধারণ মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাকেন্দ্রিক এহেন একটি কল্যাণকামী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়ায় অভিনন্দন জানাই।

এখন ইউজিসির উচিত হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভিসিদের নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত আর কোনো কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া করার সুযোগ নেই। সেজন্য এটা ধরে নেয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা তিনি সম্পূর্ণ এককভাবে দেননি। এ নির্দেশনা দেয়ার আগে তিনি নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তার মতামত দিয়েছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সবুজসংকেত না নিয়ে তিনি শিক্ষাবিষয়ক এমন নীতিনির্ধারণী নির্দেশনা দেবেন, তা মনে করা যায় না। কাজেই সে হিসেবে ধরে নেয়া যায়, প্রধানমন্ত্রীও চলমান অত্যাচারী ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তন চান। আর চাইবেনই না বা কেন? তিনি তো সরকারপ্রধান ও দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট তো তাকে অনুভব করতে হবে এবং সে দুঃখ-কষ্ট লাঘবে কাজ করতে হবে। এ ধরনের জনকল্যাণকামী পদক্ষেপ যে জনগণের কাছে প্রশংসিত হবে, তা প্রধানমন্ত্রীসহ সবাই জানেন।

কাজেই রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান যদি ভর্তি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে চান, তাহলে ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মানিত ভিসিদের আর তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। ইউজিসিকে আমাদের অনুরোধ, রাষ্ট্রপতির উল্লিখিত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদালয়ে ভর্তির জন্য অনুষদভিত্তিক সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালুর উপায় উদ্ভাবন ও রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করুন। এ কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারলে দেশবাসীর কাছে ইউজিসির ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে।

তবে কেবল ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনলেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার সমাধান হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে যেসব অনিয়ম, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, দলবাজি ও লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে, তা দূর করতে শিক্ষক নিয়োগে অভিন্ন নীতিমালা কার্যকর করে তা দ্রুত এবং নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সুযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের দিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করে বিশ্ববিদালয়গুলোকে নজরদারির আওতায় আনা দরকার। বর্ণের আবরণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতি চর্চার তীব্রতা কমিয়ে আনার উপায় উদ্ভাবনও জরুরি। শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির মিশ্রণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একাডেমিক পরিবেশের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তা অবসানের চিন্তা করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক রাজনীতি কমিয়ে আনতে সরকারকে 'মুখে শেখ ফরিদ বগলে ইট' নীতি পরিহার করে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে যে কোনো সরকার মুখে বলে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের লেখাপড়া ও জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত থাকা উচিত। তাদের দলীয় রাজনীতি করা উচিত নয়। কিন্তু যখন কোনো বড় পদে কাউকে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়া হয়, তখন সরকার নিজ দলের সঙ্গে সম্পর্কিত বর্ণদলের অধ্যাপক না হলে যত যোগ্যই হোন না কেন, তাকে নিয়োগ দেয় না। সরকারের এ দ্বৈত নীতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করতে পরোক্ষভাবে উৎসাহ জোগায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইউজিসির তত্ত্বাবধানে হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের (হেকেপ) নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বলে যে কোটি কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে, তাতে উচ্চশিক্ষার মানের কতটা উন্নতি হচ্ছে, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। এর ফলে নবীন শিক্ষকরা লেখাপড়ামুখী হচ্ছে কিনা, সে বিষয়টিও ভেবে দেখা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগে বিভাগে শিক্ষক দরকার না হলেও ভোটার বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা দরকার। কমসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়ে অনেক বেশিসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের চর্চা বন্ধ করা প্রয়োজন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ/আইন পদে পদে লংঘন করা হচ্ছে। এ অকার্যকর অধ্যাদেশকে সংস্কার করে যুগোপযোগী করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে এ বিষয়ে একটি অকারণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। অধ্যাদেশ সংস্কারের প্রসঙ্গ উঠলেই তাদের অনেকে বলেন, 'না না; অধ্যাদেশে হাত দিলে আর আমাদের কিছুই থাকবে না।' কী আশ্চর্য!, অধ্যাদেশ তো আমাদের জন্য। হয় আমরা একে মেনে চলি, কার্যকর করি, না হয় একে সংস্কার করে যুগোপযোগী করি। অকার্যকর অধ্যাদেশ সম্মান করে মাথায় তুলে রাখার অর্থ কী? জাতীয় প্রয়োজনে আমরা কি পবিত্র সংবিধান ১৬ বার সংশোধন করিনি? কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের স্বার্থে অকার্যকর ১৯৭৩-এর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিলে অসুবিধা কোথায়? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকবলসমৃদ্ধ একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর থাকা সত্ত্বেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের কেবল শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করতে হয় না, পরীক্ষার্থীদের মার্কসশিটও লিখতে হয়। পৃথিবীর আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষককে ছাত্রের মার্কসশিট লিখতে হয় বলে আমাদের জানা নেই।

খুশির বিষয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ব্যবস্থার পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন। এ কাজ করে তিনি দেশবাসীর যথার্থ অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, পদোন্নতিসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি যদি উচ্চশিক্ষার এসব সমস্যার প্রতি মাঝেমধ্যে মনোযোগ দেন এবং এসব ক্ষেত্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন, তাহলে ভালো হয়। এভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা নিরসনে মাঝেমধ্যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রপতি তার অভিভাবকোচিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অত্যাচারী ভর্তি পরীক্ষা পরিবর্তন করে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশনা দেয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খুশির বিষয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ব্যবস্থার পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন। এ কাজ করে তিনি দেশবাসীর যথার্থ অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, পদোন্নতিসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি যদি উচ্চশিক্ষার এসব সমস্যার প্রতি মাঝেমধ্যে মনোযোগ দেন এবং এসব ক্ষেত্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, তাহলে ভালো হয়। এভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা নিরসনে মাঝেমধ্যে দিকনির্দেশনা দিয়ে রাষ্ট্রপতি তার অভিভাবকোচিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com